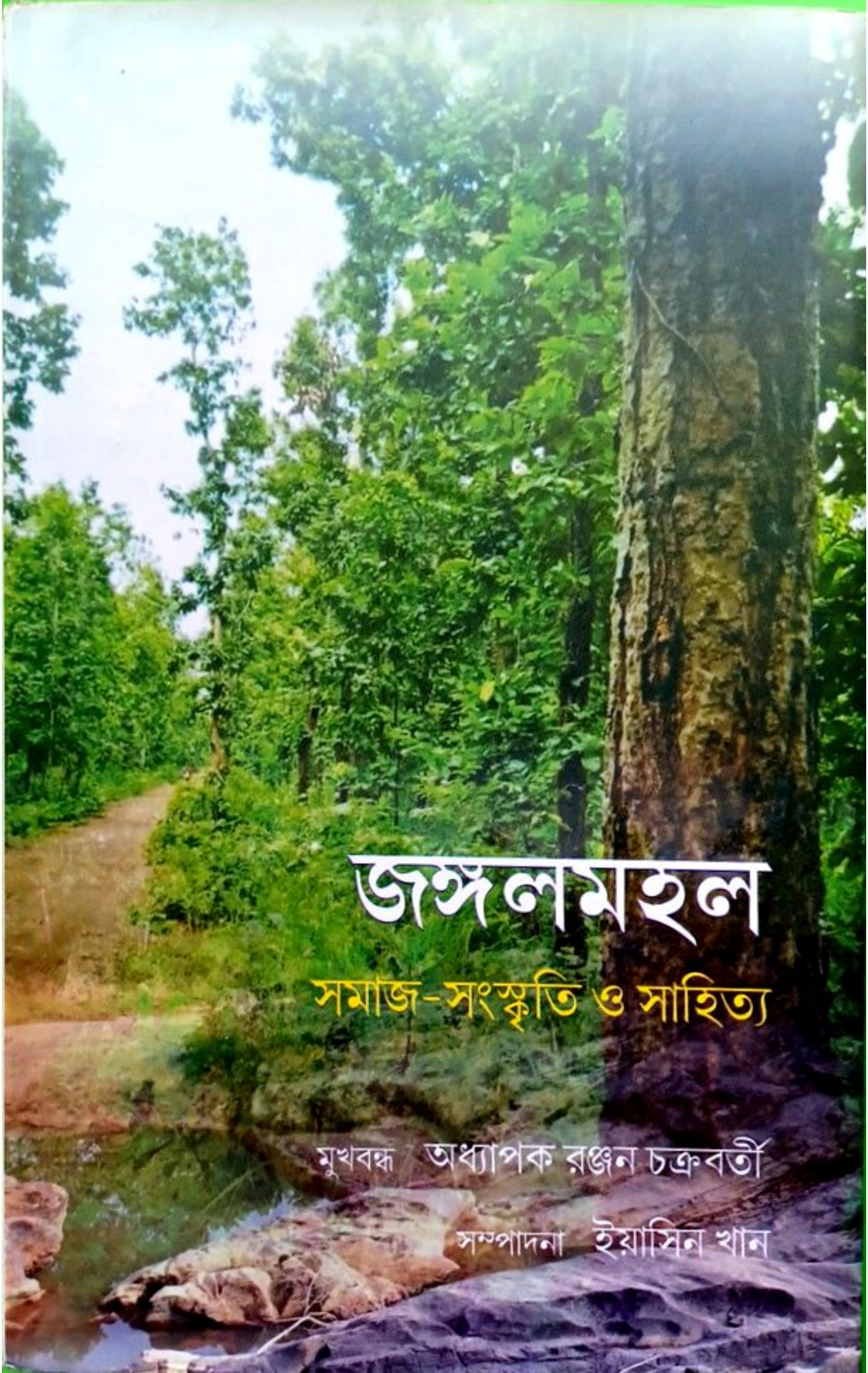
জঙ্গলমহল
সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্য
মুখবন্ধ অধ্যাপক রঞ্জন চক্রবর্তী
সম্পাদনা ইয়াসিন খান

JUNGLE MAHAL
Society-Culture and Literature (Vol. -I)
Edited by, Eyasin Khan

© সম্পাদক

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর, ২০১৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ কমলেশ নন্দ

ডি. টি. পি. কম্পোজ
কবিতিকা
মেদিনীপুর

দাম ঃ ৩০০.০০ টাকা
Rupees Three hundred only

ISBN : 978-81-8064-336-1

শ্রী কমল মিত্র কর্তৃক প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স-এর পক্ষে ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং নারায়ণ প্রিন্টিং
৩, মুক্তারামবাবু লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৭ থেকে মুদ্রিত।

দ্বিতীয় পর্ব

মেদিনীপুর-জঙ্গলমহলবাসী : একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
ড. মনমোহন গুরু ১৩৯

মেদিনীপুরের জোড়া মসজিদের শতাব্দী প্রাচীন উরুস উৎসব
সৈয়দ আসলামউল ইসলাম ১৬৬

ঝাড়গ্রামের কবি ও কাব্য
ড. ফটিক চাঁদ ঘোষ ১৭৭

সমস্যাময় জঙ্গলমহল ও শিলদার সমাজজীবন : তথ্য সংগ্রহ
রাজীব কুমার গুইন ২১১

ব্রিটিশ শাসনাধীন বাঁকুড়াকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য
পরিষেবার পর্যালোচনা :সীমাবদ্ধতা ও প্রয়াস
শক্তিপ্রসাদ দে ২১৮

সাঁতুড়ির পুঁথি ও কিছু পুরাকীর্তি
মাধবচন্দ্র মন্ডল ২৩০

মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলমহলের আদিম
অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা
ড. সুশান্ত দে ২৩৮

ব্রিটিশ শাসনকালে খড়গপুর সহ জঙ্গলমহলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা
ড. রাখাল চন্দ্র ভূঞ্যা ২৪৬

জঙ্গল মহলের প্রাচীন রাজ্য সামন্তভূমের ইতিহাস অনুসন্ধান
অরুণাভ চট্টোপাধ্যায় ২৫৬

পুরুলিয়ার লোকসংস্কার
ড. দয়াময় মন্ডল ২৬৬

প্রান্ত মল্লভূমের বনাঞ্চল : আদিবাসী আচার ও সংস্কৃতি
ড. জয়দেব মন্ডল ২৭৫

মেদিনীপুরে ভারতছাড়ো আন্দোলন : একটি পর্যালোচনা
ড. অচিন্ত্য মন্ডল ২৮৭

লেখক পরিচিতি ৩০৩

ব্রিটিশ শাসনকালে খড়্গপুর সহ জঙ্গলমহলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

ড. রাখাল চন্দ্র ভূঞ্যা

সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের দেশ আমাদের ভারতবর্ষ। এখানে অসংখ্য জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ মূলতঃ তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে সমাজ-জীবনে ক্রমপরিবর্তনের ধারার মাধ্যমে অতিবাহিত হয়ে এসেছেন। সেগুলি হল মোটামুটি এইরূপ— ১) আদিম সমাজ, ২) লোক সমাজ এবং ৩) নাগরিক সমাজ। আবার প্রত্যেক আদিম সমাজ যে ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছে তা নয়, যদি হত তাহলে আদিম সমাজভুক্ত মানুষের আজ পৃথিবীতে অস্তিত্বটুকু থাকতো না।[১]

উল্লেখ্য, বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে সংযোগে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হিসাবে খড়্গপুরের আত্মপ্রকাশ ১৯শে এপ্রিল ১৯০০ সালে।[২] এর আগে এখানে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর আঞ্চলিক মানুষের বসতি ছিল। অধ্যাপক হিমাংশু ভূষণ সরকার দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, খড়্গপুর তথা মেদিনীপুরে বা সমস্ত দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ জঙ্গলমহলের অন্তর্গত দুটি প্রধান ও প্রাচীনতম জাতি গোষ্ঠীর মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। তার একটি হল অস্ট্রিক ভাষাভাষী সাঁওতাল গোষ্ঠী, অপরটি হল টোটেম (Totem) বা প্রতীক ধ্বজাধারী প্রাচীনতম বাঙালি কৌম। প্রথমতঃ এই অস্ট্রিক ভাষাভাষী সাঁওতালদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে হো, ভূমিজ, বিরহড় প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠী। এই অস্ট্রিকগোষ্ঠী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও অস্ট্রোনেশিয়ন নামে সুপরিচিত। বিশাল এই গোষ্ঠী স্থল ও জলপথে ভারতবর্ষ হতেই পূর্বাঞ্চলে ও প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপপুঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৩] ফরাসী পণ্ডিত সিলভাঁ লেভী, পসুলুস্কি, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রমুখ পণ্ডিতগণের গবেষণায় পরিস্কার ভাবে বোঝা গেছে বাঙালিরা